অধ্যায় – ৩

৩.১ – ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন ও আদিবাসী জনগণের প্রতিক্রিয়া

1. বিদ্রোহ বলতে কী বোঝ?
--- বিদ্রোহ বলতে বোঝায় প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবিতে বিরোধি জনসমষ্টির স্বল্প মেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী, সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত, শান্তিপূর্ণ বা শসস্ত্র আন্দোলন। যেমন, নীল বিদ্রোহ, পাবনা বিদ্রোহ ইত্যাদি।

2. অভ্যুত্থান বলতে কী বোঝ?
--- অভ্যুত্থান বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একাংশের সশস্ত্র সংগ্রাম, যেখানে বিপুল জন সমর্থন থাকে। যেমন, সিপাহী বিদ্রোহ, নৌবিদ্রোহ ইত্যাদি।

3. বিপ্লব বলতে কী বোঝ?
--- বিপ্লব বলতে বোঝায় প্রচলিত ব্যবস্থার দ্রুত ব্যাপক ও আমূল পরিবর্তন। যেমন, শিল্প বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব ইত্যাদি।

4. ব্রিটিশ সরকার প্রথম অরণ্য সনদ কবে, কার আমলে প্রণয়ন করে? এতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়?
--- ১৮৫৫ খৃ:। ডালহৌসী। এতে গৃহীত পদক্ষেপ গুলি হল (ক) ভারতের অরন্যের কাঠ সংগ্রহ ও ব্যবসার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা (খ) অরন্যের মূল্যবান কাঠ সরকারের সম্পত্তিতে পরিনত হয়।

5. ব্রিটিশ সরকার বনবিভাগ কবে গঠন করে?
--- ১৮৬৪ খৃ:।

6. ভারতীয় অরণ্য আইন প্রথম কবে পাস হয়?
---১৮৬৫ খৃ:।

7. দ্বিতীয় ভারতীয় অরণ্য আইন কবে পাস হয়?
--- ১৮৭৮ খৃ:।

8. ১৮৭৮ খৃ: অরণ্য আইনে অরণ্যকে ভাগ করা হয় কযটি স্তরে? --- তিনটি। সংরক্ষিত, সুরক্ষিত, শ্রেনি বহির্ভূত অরন্য।

9. ফরেস্ট সার্ভিস কবে গঠিত হয়?
--- ১৮০৯ খৃ:।

10. ক্রিমিনাল ট্রাইব্স অ্যাক্ট কবে, কবে, কেন পাস হয়?
--- ১৮৭১ খৃ:, ১৯১১ খৃ:, ১৯২৪ খৃ:। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আদিবাসীদের সায়েস্তা করার জন্য।

11. রংপুর বিদ্রোহ কবে হয়? এর নেতা কে? এই বিদ্রোহ কে দমন করেন?
--- ১৭৮৩ খৃ:, নুরুল উদ্দিন, দয়ারম শীল। ম্যাকডোনাল্ড এই বিদ্রোহ দমন করেন।

12. ডিং খরচা কী?
--- রংপুর বিদ্রোহের সময় (১৭৮৩ খৃ:) বিদ্রোহীরা বিদ্রোহের ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা ধার্য করে যা ডিং খরচা নামে পরিচিত।

13. চুয়াড় শব্দের অর্থ কী?
--- দুর্বৃত্ত ও নিচ জাতি।

14. জঙ্গলমহলের আদি অধিবাসী কারা?
--- চুয়াড়।

15. চুয়াড় কারা?
--- মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ও ধলভুমের জঙ্গল মহলের আদিবসসি কৃষিকাজের সাথে জমিদারদের পাইক বা সৈনিকের কাজ করা ব্যক্তিদের চুয়াড় বলা হত।

16. কোম্পানী আমলে বাংলার প্রথম আদিবাসী বিদ্রোহ কোনটি?
--- চুয়াড় বিদ্রোহ।

17. চুয়াড় বিদ্রোহ কবে হয়? এর নেতা কে?
--- ১৭৯৮ -৯৯ খৃ:। ঘাটশিলার জগন্নাথ সিংহ, বাঁকুড়ার রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিংহ, অচল সিংহ, রানী শিরোমণি (মেদিনীপুর), গোবর্ধন দিকপতি, লাল সিং।

18. চুয়াড় বিদ্রোহকে পাইক বিদ্রোহ বলা হয় কেন?
--- চুয়াড়রা কৃষিকাজ ও পশুপালনের পাশাপাশি স্থানীয় জমিদারদের অধীনে পাইক বা সৈনিকের কাজ করতো । তাই চুয়াড় বিদ্রোহকে পাইক বিদ্রোহ বলা হয়।

19. পাইকান কী?
--- পাইকরা যে নিষ্কর জমি ভোগ করত তা পাইকান নামে পরিচিত।

20. জঙ্গলমহল নামে বিশেষ জেলা কবে গড়ে ওঠে? জঙ্গলমহল বলতে কোন অঞ্চল কে বোঝানো হয়?
--- ১৮০০ খৃ:। চুয়াড় বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে (১৭৯৮-৯৯) খ্রিঃ বিষ্ণুপুর শহরকে কেন্দ্র করে দুর্গম বনাঞ্চল নিয়ে জঙ্গলমহল নামে বিশেষ জেলা গঠিত হয়।

21. কোল বিদ্রোহ কবে হয়? এর নেতার নাম লেখ। (ছোটনাগপুর)
--- ১৮৩১-৩২ খৃ:। এর নেতা বুদ্ধু ভগত, জোয়া ভগত, সুই মুণ্ডা প্রমুখ।

22. চাইবাসার যুদ্ধ কবে কাদের মধ্যে হয়?
--- ১৮২০-২১ খ্রিঃ কোলদের সাথে ইংরেজ সেনাপতি রোগসেস এর।

23. দিকু কাদের বলা হতো?
--- উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মহাজন, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বহিরাগত মানুষেরা এসে বসবাস করতো এবং ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলে আদিবাসী দের সর্বস্বান্ত করতো। এই সব ধরনের ব্যক্তিদের দিকু বলা হতো।

24. কোল বিদ্রোহ কে দমন করেন?
--- উইলকিনসন।

25. কোল উপজাতিরা কিভাবে বিদ্রোহে ঐক্যবদ্ধ হয়?
--- নাকাড়া বাজিয়ে, আমপাতা, তির বিলি করে।

26. দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি কবে, কাদের জন্য গড়ে ওঠে?
--- ১৮৩৪ খৃ:, কোলদের জন্য।

27. হুল কথার অর্থ কী?

BAOLA HIGH SCHOOL

--- বিদ্রোহ।

28. দামিন ই কোহি কথার অর্থ কী?
--- পাহাড়ের প্রান্ত দেশ।

29. সাঁওতাল বিদ্রোহ কবে হয়? এর দু জন নেতার নাম লেখ।
--- ১৮৫৫ খৃ:। এর দু জন নেতার নাম হল সিধু ও কানু।

30. সাঁওতালরা বিদ্রোহের জন্য কোথায় জড়ো হয়?
--- ভাগনাডিহির মাঠে।

31. সাঁওতাল পরগণা জেলা কবে গঠিত হয়?
--- ১৮৫৭ খৃ:।

32. উপজাতি হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি কারা পায়?
--- সাঁওতালরা।

33. খেরওয়ার আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?
--- ১৮৫৫ খ্রিঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের পর ১৮৭০ সালে তারা খেরওয়ার আন্দোলন শুরু করে। এটি সাঁওতালদের একটা ধর্মীয় আন্দোলনের রূপ যা কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা।

34. হুল দিবস কবে কেন পালিত হয়?
--- ৩০ শে জুন, সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণে।

35. মুণ্ডা শব্দের অর্থ কী?
--- গ্রাম প্রধান।

36. ধরটি আবা বা সিং বোঙা নামে কে পরিচিত ছিলেন?
--- বিরসা মুণ্ডা।

37. মুণ্ডা বিদ্রোহ কবে হয়? এর নেতা কে ছিলেন?
--- ১৯০০ খৃ:। এর নেতা ছিলেন বিরসা মুণ্ডা।

38. বিরসা মুণ্ডার সেনাপতি কে ছিলেন?
--- গয়া মুণ্ডা।

39. 'উলঘুলান' শব্দের অর্থ কী? এই শব্দটি কোন বিদ্রোহের সাথে সম্পর্কিত?
--- ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা বা প্রবল বিক্ষোভ, মুণ্ডা বিদ্রোহের সাথে যুক্ত।

40. বিরসা মুণ্ডার মৃত্যু কবে হয়?
--- ১৯০০ খৃ:, ২ রা জুন।

41. খুঁত কাঠি প্রথা কী?
--- মুণ্ডাদের সমাজে প্রচলিত জমিতে যৌথ মালিকানা প্রথা।

42. ছোট নাগপুর প্রজা সত্ত্ব আইন কবে জারি হয়?
--- ১৯০৮ খৃ:।

43. ভিল বিদ্রোহ কোথায়, কবে হয়? এর নেতা কে?
--- বর্তমান গুজরাত-মহারাষ্ট্র অঞ্চলে, ১৮১৯ খৃ:, এর নেতা ছিলেন সেওয়ারাম।

44. রুম্পা বিদ্রোহ কবে কোথায় হয়?
--- ১৮৭৯ খৃ: গোদাবরী উপত্যকায়। (রুম্পা উপজাতির মানুষ জঙ্গলের কাঠ কাটতে বা পশু ছড়াতে গেলে তাদের করের আওতায় আনা হয়, ফলে তারা বিদ্রোহ করে।)

৩.২ সন্ন্যাসী, ফকির, ওয়াহাবী, ফরাজী বিদ্রোহ

45. সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ কেন হয়েছিল?
--- মুঘল আমল থেকে উত্তর ভারত থেকে তীর্থ করতে আসা বহু সন্ন্যাসী ও ফকির বাংলায় স্থায়ী ভাবে বসবাস এবং কৃষিকাজ শুরু করেবহিলেন। তাদের উপর ইংরেজ কোম্পানী, ও তাদের সহযোগী জমিদাররা শোষণ ও নির্যাতন শুরু করে। এর বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ঘটেছিল (1763-1800 খৃ:)

46. বঙ্কিম চন্দ্রের কোন উপন্যাসে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের উল্লেখ পাওয়া যায়?
--- আনন্দমঠ উপন্যাস, দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে।

47. সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ কবে, কোথায় হয়? এই বিদ্রোহের নেতা কারা ছিলেন?
--- 1763-1800 খৃ: , ঢাকা, নাটোর রংপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদহ বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, মজনু শাহ, চিরাগ আলী, মুসা শাহ প্রমুখ।

48. সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল কেন?
--- 1763-1800 খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলায় সন্ন্যাসী ও ফকিররা বিদ্রোহ করেছিল। তাদের এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পিছনে কারন ছিল।
ক) মজনু শাহ, ভবানী পাঠকদের মত নেতার মৃত্যু হলে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব ছিল খ) উন্নত ও আধুনিক অস্ত্র, সৈন্যের মোকাবিলা করা সন্ন্যাসী ফকিরদের পক্ষে সম্ভব ছিল না গ) সন্ন্যাসী ফকিরদের ঐক্যবদ্ধতার অভাব ছিল।

49. ওয়াহাবী কথার অর্থ কী?
--- নবজাগরণ

50. ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
--- উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ।

51. ওয়াহাবী আন্দোলনের আসল নাম কী?
--- তারিখ ই মহম্মদিয়া অর্থাৎ মহম্মদ নির্দেশিত পথ।

52. বাংলায় ওয়াহাবী আন্দোলন কবে, কোথায়, কার নেতৃত্বে হয়?
--- 1830-31 খৃ: বাংলায় চব্বিশ পরগণা জেলাতে তিতুমিরের নেতৃত্বে।

53. তিতুমিরের প্রধান সেনাপতি, প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
--- প্রধান সেনাপতি গোলাম মাসুম ও প্রধানমন্ত্রী মঈনউদ্দিন (তিতুমির নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন)।

54. বারাসাত বিদ্রোহ কী?

BADLA HIGH SCHOOL

--- 1831 খৃ: চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাতের নারকেলবেরিয়ায় তিতুমির (আসল নাম মীর নিশার আলী) একটি বাঁশের কেল্লা তৈরি করে সেখান থেকে ব্রিটিশ কোম্পানী, জমিদার ও মহাজনদের মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। এটি বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

55. বাঁশের কেল্লা কে, কোথায় নির্মাণ করেন?
--- তিতুমির, চব্বিশ পরগনার বারাসাতের নারকেলবেরিয়ায় ।

56. ওয়াহাবী আন্দোলনের সময় বড়লাট কে ছিলেন?
--- উইলিয়াম বেন্টিংক। (বাঁশের কেল্লা তাঁর নির্দেশেই ধ্বংশ হয়)

57. তারিখ ই মহম্মদিয়া কথাটির অর্থ কী?
--- মহম্মদ প্রদর্শিত পথ।

58. বালাকোটের যুদ্ধ কবে, কাদের মধ্যে হয়?
--- 1831 খৃ:, শিখ দের সাথে সৈয়দ আহম্মদের।

59. কৃষ্ণদেব রায় কে ছিলেন? ওয়াহাবী আন্দোল্ন পড়বে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন কেন?
--- পুড়ার জমিদার। ওয়াহাবীপন্থী দের দাড়ির জন্য তিনি কর ধার্য করেন।

60. ফরাজী শব্দের অর্থ কী?
--- ইসলাম নির্দিষ্ট বাধ্যতা মূলক কর্তব্য বা আল্লার আদেশ।

61. ফরাজী আন্দোলনের সূচনা কে, কবে, কোথায় করেন?
--- ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুরের মৌলবী হাজী শরীয়ত উল্লাহ, 1820 খৃ:, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, বাখরগঞ্জ, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে।

62. দুদুমিয়ার পরিচয় দাও। তিনি কী নামে পরিচিত ছিলেন?
--- 1837 খৃ: ফরাজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ মারা গেলে তাঁর পুত্র দুদুমিয়াঁ এই আন্দোলনের হাল ধরেন। দুদুমিয়া বা মহম্মদ মুসিন (1819-1862 খৃ:)ফরাজী আন্দোলন কে একটি রাজনৈতিক। অর্থনৈতিকও ও সামাজিকও আন্দোলনে পরিণত করেন। জমিদার নীলকর ও সরকারের বিরিদ্ধে তাঁর স্লোগান ছিল যারা জমি চাষ করছে জমি তাদেরই। অথবা জমির মালিক ঈশ্বর।
তিনি ওস্তাদ নামে পরিচিত ছিলেন।

63. জমি আল্লার দান - এই উক্তি কার?
--- দুদুমিঞার

64. নোয়া মিয়াঁর নাম কোন আন্দোলনের সাথে যুক্ত? তার আসল নাম কী?
--- নোয়া মিয়াঁর নাম ফরাজী আন্দোলনের সাথে যুক্ত। তার আসল নাম আব্দুল গফুর।

65. ফরাজী আন্দোলন কী ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন ? (ফরাজী আন্দোলনের লক্ষ্য কী ছিল)
--- বাংলার ফরাজী আন্দোলন ছিল ইসলাম ধর্মের শুদ্ধিকরনের আন্দোলন, তাতে মুসলমানদের অংশ গ্রহণই ছিল। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং মুসলমান ছাড়াও অন্য ধর্মের মানুষও তাতে যোগ দেয়। তাই ধর্মকেন্দ্রীকতা দিয়ে ফরাজি আন্দোলন শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত তা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ লাভ করে।

66. 'দার উল হারব' কথার অর্থ কী?
--- শত্রুর দেশ।

67. পাগলপন্থী আদর্শ কে প্রবর্তন করেন?
--- ফকির করিম শাহ।

68. পাগলপন্থী বিদ্রোহ বলতে কী বোঝ? এই বিদ্রোহ কবে, কোথায়, কার নেতৃত্বে হয়?
--- মৈমনসিংহ জেলার সুসঙ্গ সরপুর অঞ্চলের গারো উপজাতিরা 1825-1827 খৃ: পর্যন্ত জমিদারী শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল তাকে পাগলপন্থী বিদ্রোহ বলা হয়। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন করম শাহ, টিপু সুলতান। (গারো দের পাগলপন্থী বলা হত)

<u>৩.৩ - নীল বিদ্রোহ</u>

69. নীল বিদ্রোহ কবে, কোথায় হয়? এর নেতাদের নাম লেখ।
--- 1859-60 খৃ:। পাবনা, নদীয়া, যশোহর, মেদিনীপুর, রংপুর, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলে। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান কৃষ্ণ নগরের চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরন বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস, বাঁশবেরিয়ার বৈদ্যনাথ সর্দার, বিশ্বনাথ সর্দার, মালদহের রফিক মণ্ডল, যশহরের রমরতন মল্লিক প্রমুখ।

70. এলাকা চাষ বা নিজ আবাদী বলতে কী বোঝ?
--- নীলকররা জমিদারদের কাছ থেকে জমি কিনে বা ভাড়া নিয়ে তাতে ভাড়াটিয়া চাষীদের দিয়ে নীলচাষ করাত, এই পদ্ধতি এলাকা চাষ বা নিজ আবাদী নামে পরিচিত ছিল।

71. বে এলাকা চাষ বলতে কী বোঝ?
--- নীলকররা চাষীকে অগ্রিম টাকা দাদন দিয়ে চাষীর জমিতে নীলচাষ করাত। চাষের এই পদ্ধতিকে বে এলাকা বা রায়তি বা দাদনী বলা হত।

72. দাদন কী?
--- চাষের জন্য অগ্রিম অর্থকে দাদন বলে।

73. কোন কোন পত্রিকায় নীলদোর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ পেয়েছিল?
--- হিন্দু প্যাট্রিয়ট, সমাচার চন্দ্রিকা, সমাচার দর্পণ, তত্ববোধিনী পত্রিকা।

74. হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
--- হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

75. নীল কমিশন কবে, কেন গঠিত হয়?
---1860 খৃ: 31 শে ডিসেম্বর, নীল বিদ্রোহ দমন করার জন্য।

76. নীল আইন কবে, কেন পাস হয়?
--- 1860 খৃ: গড়ে ওঠা নীল কমিশন নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের কথা স্বীকার করে নিলে সরকার 1862 খৃ: নীল আইন পাস করে জানায় যে, চাষীদের জোর করে

BADLA HIGH SCHOOL

নীলচাষে বাধ্য করা যাবে না, এটি তাদের সম্পুর্ন ইচ্ছাধীন, এর ফলে নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

77. অষ্টম আইন কী?
--- ১৮৬০ খ্রিঃ, ৩১ শে ডিসেম্বর নীল কমিশন গঠিত হয় চাষীদের অভাব, অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য। কমিশন জানায় যে, নীলকর সাহেবরা চাষীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোড় করে নীল চাষ করাতে পারবে না। ১৮৬০ খ্রিঃ অষ্টম আইন পাশ করে নীল চুক্তি রদ করা হয়।

78. বাংলার নানা সাহেব কাকে বলা হতো? তিনি কোন বিদ্রোহের সাথে যুক্ত ছিলেন?
--- রমরতন রায়। নীল বিদ্রোহ।

79. নীল দর্পণ কে লেখেন? এটির ইংরাজী অনুবাদ কে করেন?
--- দিনবন্ধু মিত্র। মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

80. পাবনার কৃষক বিদ্রোহ কবে হয়? এর নেতৃত্বে করা ছিলেন?
--- 1870 খৃ:। এর নেতৃত্বে ছিলেন ঈশান চন্দ্র রায়, শম্ভুনাথ পাল ক্ষুদি মোল্লা প্রমুখ।

81. ভারতের প্রথম নীলকর কাকে বলা হয়?
--- লুই বোনার্ড নামে এক ফরাসি বণিককে।
82. ভারতে সর্বপ্রথম নীল শিল্প কে গড়ে তোলেন? (হুগলী)
--- কার্ল ব্ল্যাম।

83. ১৮৩৩ খৃ: সনদ আইনে নীল চাষ সম্পর্কে কী বলা হয়?
--- নীল চাষের কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হয়।
বাংলায় নীলকরদের নেতা কে ছিলেন?
--- লারমুর সাহেব।

84. ১৮৩০ এর পঞ্চম ও সপ্তম আইনে (Regulation v & vii) কী বলা হয়?
--- দাদন নিয়ে নীল চাষ না করলে চাষীর কয়েদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

85. কে M.L.L. ছদ্ম নামে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় কৃষকদের উৎসাহ দেন?
--- শিশির কুমার ঘোষ।(ইনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের ওপর অত্যাচারের খবর সংগ্রহ করে বাংলার প্রথম ফীল্ড জার্নালিস্ট নামে পরিচিতি পান)

86. নীলকররা চাষীদের উপর কিভাবে অত্যাচার করত?
--- ১। চাষীদের অন্য ফসলের পরিবর্তে নীলচাষে বাধ্য করত
২। নীল চাষ না করলে নীল কঠিতে ধরে নিয়ে গিয়ে শারিরীক নিগ্রহ করা হত।
৩। চাষীদের পারিবারিক ক্ষতি ও ফসলের ক্ষতিসাধনও করা হত।

87. বাংলার ওয়াট টাইলার কাকে বলা হত?
--- বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস কে। (ওয়াট টাইলার ছিলেন ইংল্যাণ্ডের কৃষক বিদ্রোহের নেতা)

88. কোন কোন মিশনারী নীল বিদ্রোহী দের পাশে ছিলেন?
--- ইংল্যান্ড চার্চ মিশনারী সোসাইটির 3 জন সদস্য, জর্মম মিশনারী বমভাইটস, ফ্রেডরিক সুর, যে জি লিংকে । তবে জেমস লং এর ভূমিকা ছিল সর্বজনবিদিত।

89. কৃষকদের পক্ষ নিয়ে কোন কোন জমিদার নীল বিদ্রহে অংশ নেয়?
--- নড়াইলের জমিদার রামরতন মল্লিক, রানাঘাটের জমিদার শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী, চন্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়।

BADLA HIGH SCHOOL